দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ FEB: 9 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নভেম্বর, ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত 'নবম ও দশম শ্রেণী ঃ বিজ্ঞান শাখা'-এর 'সামাজিক বিজ্ঞান' পুস্তকে কতক অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল। তথ্যসমূহ নিম্নে বিবৃত করা হল—

(ক) ২৬৫ নং পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের ৫ ও ৬ নং লাইনে প্রথমে বলা হয়েছে "বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হল প্রতিরক্ষা"। আবার একই পৃষ্ঠার একই কলামের ১৫ ও ১৬ নং লাইনে বলা হয়েছে "বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হল শিক্ষা"। তথ্যদ্বয় বিভ্রান্তি সৃষ্টিমূলক। অতএব, প্রশ্ন এই যে, 'প্রতিরক্ষা' ও 'শিক্ষা'র মাঝে কোনটিকে প্রকৃতপক্ষে "অন্যতম প্রধান খাত" হিসেবে বর্ণনা করা যাবে? জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃপক্ষ কি এই প্রশ্নের জবাব দেবেন?

(খ) ২৬৮ নং পৃষ্ঠার প্রথম কলামের নীচে প্রদত্ত তালিকায় বর্ণিত আছে যে, বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় ২৩০ মার্কিন ডলার। আবার ২৮০ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের ৮ ও ৯ নং লাইনে বর্ণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের "মাথাপিছু আয় খুবই কম, বর্তমানে ২১০ মার্কিন ডলার"।

অতএব, তথ্য দু'টির মাঝে কোনটিকে সঠিক তথ্য হিসেবে গণ্য করা যাবে?

(গ) ১৬২ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের ২৩ ও ২৪ নং লাইনে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস ......।" আবার, একই পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের ১৪ ও ১৫ লাইনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে "গ্রীষ্মকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭·৭৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস।" অতএব, প্রশ্ন হল সত্যিকারের কোন তাপমাত্রাকে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হিসেবে গণ্য করা যাবে? এই সকল বিভ্রান্তিকর তথ্য অত্যন্ত দুঃখজনক। আসন্ন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, ১৯৯৯ আগামী ৪ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এই সকল বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই, কর্তৃপক্ষের নিকট সনির্বন্ধ নিবেদন এই যে, পত্রিকান্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে যথাযথ সংশোধন প্রদান করা হোক এবং এমনিভাবে ভুল-ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটানো হোক।

—শামীম করিম রঞ্জন, এ্যাডভোকেট,
৪৮/১২ এ, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।